যুগান্তর

তারিখ ...10 OCT. 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৬...

কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা সংস্কার নিয়ে জরুরি কথা

ছাত্রজীবনে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতা, পরবর্তীতে শিক্ষকতায় তিন দশকের বেশি সময় সম্পৃক্ত থেকে ও শিক্ষক আন্দোলনে প্রায় পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের দেশে শিক্ষার তিনটি বিষয় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে : ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ২. শিক্ষক নিয়োগ ৩. শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের যথার্থ মূল্যায়ন। অতি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে যা শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনোরূপ ভুল হলে তার মাশুল গুনতে হবে বহুদিন। সেজন্য ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এমনিতেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অথবা আকস্মিক পরিবর্তনের অবকাশ কম।

এরই মধ্যে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ ব্যবস্থায় করা হবে। কিন্তু অন্য স্তরগুলোর বেলায় কী হবে? শিক্ষানীতি ২০১০-এর মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যায়ে ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ও অনুমোদিত নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিলেও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের মতো তাদের নিবন্ধনের জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর 'শিক্ষা প্রশাসন' অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে : 'বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) নামক একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। পৃথক বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলে NTRCA এর আবশ্যকতা থাকবে না। ফলে একে বিলুপ্ত করা হবে'।

দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেয় পরিচালনা কমিটি। কলেজের কমিটিকে গভর্নিং বডি ও বিদ্যালয়ের কমিটিকে বলা হয় ম্যানেজিং কমিটি। এ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সারা দেশে অনিয়ম-দুর্নীতির নানা অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশনের নামে ঘুষ লেনদেন তো আছেই। অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এমনকি পিয়ন-দফতরি নিয়োগেও লাখ লাখ টাকার দুর্নীতির ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, সাধারণত পরিচালনা কমিটিগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্য কিংবা তার ঘনিষ্ঠজনরাই সভাপতি হয়ে থাকেন। একজন সংসদ সদস্য তার নির্বাচনী এলাকার সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভাপতি হওয়ার সুযোগ পান।

বর্তমানে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা কেবল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করতে পারেন। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা হলো— এনটিআরসিএকে শক্তিশালী করে এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে উপজেলা, জেলা কিংবা জাতীয়ভাবে একটি চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করা; এরপর মেধাতালিকার ক্রম অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া; প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ করা। এ লক্ষ্যে এনটিআরসিএ বিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। এরই মধ্যে জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগে পরিচালনা কমিটির পরিবর্তে জেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটি অথবা কমিশন গঠনের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি চূড়ান্ত হলে শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা খর্ব হবে। শিক্ষা তথ্য ব্যুরো ও পরিসংখ্যানের (বেনবেইস) তথ্যমতে, সারা দেশে প্রায় ১৯ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাড়ে ৩ হাজার কলেজ ও সাড়ে ৯ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে।

কোনোরূপ রাখঢাক না রেখে বলতে চাই, প্রস্তাবিত শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তা খুব একটা ভালো ফলও দেবে না। স্থানীয় ও আঞ্চলিক চাপের সঙ্গে প্রশাসনের কোনো কোনো কর্মকর্তা এবং সব দলের সব মতের একশ্রেণীর জনপ্রতিনিধির প্রভাবমুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো অনুকূল অবস্থা নেই। আগামী দু-তিন দশকে হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

> শিক্ষানীতি-২০১০ চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষা সংশ্লিষ্টসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত সংগ্রহ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ ও পরীক্ষা সংস্কারে সরকারের এবারের উদ্যোগ এবং ভাবনাও একইভাবে জনগণের মত নিয়ে চূড়ান্ত করার আহ্বান জানাই।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট ও সর্বোচ্চ মহলের প্রতি বিনীত নিবেদন ও সনির্বন্ধ অনুরোধ, শিক্ষানীতি-২০১০ এর শিক্ষক নিয়োগ ধারা কার্যকর করা হোক। এর দ্বারা আক্ষরিক অর্থে এবং সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষায় মঙ্গল সূচিত হবে।

এবার পরীক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে কিছু বলা সমীচীন মনে করি। শিক্ষানীতি-২০১০ এ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে : 'শিক্ষার সব স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয় হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করা হবে।' স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সব শ্রেণীতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে : খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সবার জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত এ পরীক্ষার নাম হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। সব পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফল অনুসারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

যেসব শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফল জন্ম তারিখসহ ওই সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে আরও একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC) পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেসব শিক্ষক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবেন তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া গাইড বই, নোট বই ও কোচিংয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হবে।

শিক্ষানীতির উল্লিখিত নির্দেশনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্কারের প্রস্তাব এনেছে। বলা হচ্ছে, আগামী এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল পরীক্ষার আগে এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রশ্নপত্রের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের জন্য বিজি প্রেসকে পুরোপুরি অটোমোশনের আওতায় আনা হবে। জেএসসি, এসএসসি ও এসইচএসসি— ৩টি পরীক্ষায় দিনের সংখ্যা ও সময়সীমা কমানোর বিষয়ে সরকার ভাবছে। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের এ ভাবনা আলোচনা একেবারেই প্রাথমিক ও ব্রেন স্টর্মি পর্যায়ে রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি আরও বলেছেন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজনসহ সবার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। আমি শিক্ষামন্ত্রীর এ অবস্থানকে সমর্থন করি ও সাধুবাদ জানাই। সবিনয়ে শুধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই, পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে হাত দেয়া দরকার। এজন্য দেরি না করে সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে পারে; যা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। শিক্ষানীতি-২০১০ চূড়ান্ত করার আগে শিক্ষা সংশ্লিষ্টসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত সংগ্রহ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগ ও পরীক্ষা সংস্কারে সরকারের এবারের উদ্যোগ এবং ভাবনাও একইভাবে জনগণের মত নিয়ে চূড়ান্ত করার আহ্বান জানাই।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)*
principalqfahmed@yahoo.com